ম | ক্কা

হজ ট্র্যাজেডি এবং একজন সুজাত আলী

ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের অনেকেই চান শেষ বয়সে এসে হজ করতে। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্নেও এসে হাজির হয় মূর্তিমান বিভীষিকা...

পাবনা জেলার সদর থানার শ্রীপুর গ্রামের সুজাত আলী বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রী হিসেবে আততাইরা ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে এবার হজব্রত পালন করার জন্য মক্কায় এসেছিলেন।

দিন তারিখ সব ঠিক। ১১ ডিসেম্বর রোববার সকাল ১১টায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে হজ ফ্লাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করে গেলেন।

কিন্তু উদ্বোধনী দিনেই বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিমানবন্দরে হজযাত্রী পরিবহনে মারাত্মক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। আর এতে করে হজযাত্রীদের দুর্ভোগ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। সুজাত আলীসহ নন ব্যালটি প্রায় ৩০০ হজযাত্রীর জেদ্দায় আসা হলো না। সকাল ১১টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত বিমান বন্দরে ১৩ ঘণ্টা অপেক্ষার পালা। পবিত্র মক্কা নগরীতে আসা সুজাত আলীর অন্য সাথী হজযাত্রীরা জানান, না খেয়ে অপেক্ষা করার কারণে সুজাত আলীর মৃত্যু হয়েছে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রচন্ড শীতে রাত প্রায় ১২টার দিকে ক্লান্ত দেহ নিয়ে প্রায় নিস্তেজ অবস্থায় সুজাত আলী চেকিং কাউন্টারের সামনে পড়ে ছিলেন। রাত প্রায় দুটোর দিকে অন্য একজন হজযাত্রী তাকে অচেতন দেখতে পান। সন্দেহবশত কাছে গিয়ে দেখতে পান তার নিথর শরীর। ডাক্তার, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষসহ অন্যদের খবর দেয়া হলেও কেউ এগিয়ে আসেননি বলে জানান মক্কায় হজে আসা আগত হজযাত্রীরা।

পরবর্তীতে ডাক্তার আসেন প্রায় ঘণ্টা খানিক পরে। সিভিল এভিয়েশন সিকিউরিটি কর্মকর্তারা সুজাত আলীর মৃত্যুর খবর শুনলে তারা ঘটনাস্থলে আসেন রাত প্রায় সাড়ে তিনটায়। আর বিমানের কর্মকর্তারা লাশ দেখতে যান ভোর রাত সাড়ে ৪টার দিকে। সারা রাত লাশ বিমান বন্দরে পড়ে থাকে। আর সুজাত আলীর লাশের ময়নাতদন্ত না করেই বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ ১২ ডিসেম্বর দুপুরে তড়িঘড়ি করে বিমানের একটি গাড়িতে করে তার লাশ দেশের বাড়ি পাবনায় পাঠিয়ে দেন। সাবেক বিমান মন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করা ছাড়া দুর্নীতি অবস্থাপনার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সম্প্রতি মন্ত্রী পদত্যাগের পরও অসম্ভব সুন্দর করে বললেন, তিনি তার ব্যারিস্টার পুত্রকে নিয়ে ওকালতি ব্যবসায় ফিরে যাবেন। কিন্তু তার পরেও আমাদের বাংলাদেশ বিমানের হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি লুটপাট অব্যাহত তা আমরা কোনোক্রমেই চাই না।

Ziauddin Mahmud Mithu
Holy Makkah, K.S.A

কো | রি | য়া

পরকীয়ার টানে...

আরিফ আমার বন্ধু। সে অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র ছেলে, দেখতে সুদর্শন, কণ্ঠ চমৎকার। সে কোরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম করতো হানগুক ইউনিভার্সিটিতে। আর আমি সোকমিয়ং উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে। সে এখন কাজ করে পুছেন সিটি বাংচুংইরি। ঐ কোম্পানিতে ইন্ডিয়ান, ইন্দোনেশিয়া, উজবেকিস্তান, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশীসহ প্রায় ৬০/৭০ জন পুরুষ-মহিলা শ্রমিক ডে-নাইট কাজ করে। থাইল্যান্ডের চারটি মেয়ে একই রুমে থাকে। আরিফ কাজে যাওয়া-আসার পথে গান গেয়ে পথ চলে। আরিফের শব্দ পেলে ওরা সকলে রুম থেকে বেরিয়ে আসে। সকলেই আরিফকে পছন্দ করে। আরিফের মোবাইলে কল করে 'আই লাভ ইউ' বলে মেয়েরা প্রথমে শুরু করে পরে অন্যান্য কথা জিজ্ঞাসা করে। আরিফ ওদের পাত্তা দেয় না। তবে উও (uo) নামে ২১ বছরের মেয়েটি স্বামীসহ এখানে কাজ করে। উও দেখতে দারুণ, টলমলো যৌবনা। উও আরিফকে ভীষণ পছন্দ করতো। মোবাইলে মাঝে মধ্যে কথা বলে। হঠাৎ একদিন উও আরিফকে প্রেমের প্রস্তাব দেয়। আরিফ এ ব্যাপার অত্যন্ত আনাড়ি। তাছাড়া ওর স্বামী আছে সমস্যা হবে ভেবে উওকে প্রত্যাখ্যান করে। এর কিছুদিন পরে ফেত (Feth) নামে আরো একটি থাইল্যান্ডের মেয়ে ওদের রুমে থাকতে আসে। আরিফের রুমমেট মজিবর ফেতকে পছন্দ করে। তাই আরিফ মজিবরের ব্যাপারে ফেতের সঙ্গে কথা বলতে ওদের রুমে যায়। উও ডিউটিতে। পরে উও জানতে পারে আরিফ তাদের রুমে এসেছিল। উও আরিফ ও ফেতকে নিয়ে সন্দেহ করে। তাই উও জিদ করে ইন্ডিয়ান ছেলে রামের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা গভীরে রূপান্তরিত হয়ে পরকীয়া প্রেমে পরিণত হয়। উও-এর স্বামী নোও (Noo) উওকে সন্দেহ করে। কথায় আছে 'চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী'। তারা স্বামী-স্ত্রী বেশি দিন হয়নি কোরিয়া এসেছে। থাইল্যান্ডে দেনা রয়েছে। রাম ঐ দেনা পরিশোধ করে দিতে চাইলে উও রামের সঙ্গে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। পরকীয়া প্রেমে রামকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন্দল উত্তেজনা দিন দিন তীব্রতর হয়। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ১২ ডিসেম্বর '০৫ রাতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নোও তেল গরম করে গভীর রাতে উও-এর মুখে ও সারা শরীরে গরম তৈল নিক্ষেপ করে। তাৎক্ষণিক উওকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ খবর শুনে রাম পালিয়ে যায়। পরকীয়া প্রেমের জন্য উও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। উও-এর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এনায়েত হোসেন মান্নান, কোরিয়া
mannanbd17@yahoo.com

ঝলমলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

সি | ঙ্গা | পু | র

এক মনোরম সন্ধ্যায়

২০০৫ সালের শেষ সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে শতাব্দীর আরো একটি বছর বিলীন হলো কালের গর্ভে। বছরের সোনালি সূর্য উদিত হওয়ার আগেই গত ৩ ডিসেম্বর আমাদের কোম্পানি আয়োজন করলো মনোমুগ্ধকর এক ডিনার পার্টি। যা প্রতি বছরই করে থাকে। এই চলতি বছরও বাদ দেননি আমাদের বস মিশায়েল অক্সবোরো এই অনুষ্ঠানটি কোনো বছর হয় নৌবিহারে, কোনো বছর হয় নামি-দামি কোনো গেস্ট হাউজে বা কোনো পর্যটক এলাকার বাংলোতে। এ বছর হয়েছে সিঙ্গাপুরের চেংজি ভিলেজ হোটেলে. এ অনুষ্ঠানে যোগ হওয়ার জন্য ঝুলে ড্রাইভ রোডে কোম্পানির দেয়া বাসের অপেক্ষায় আছি আমরা কজন। সময় বিকাল ৫.১৫ মিনিট। এখনো পশ্চিম আকাশের সূর্য তার ক্লান্ত শবীরটা নিলীমার গায়ে মিশিয়ে দেয়নি। তার সোনালি রূপের আলো এখনো ছড়িয়ে রেখেছে। মনে হয় আমাদেরকে বিদায় দিয়েই সে মিশে যাবে ঐ নিলীমার তরে। এর মাঝে চলে এলো আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বাসটি। সবাই বাসে উঠে নিজ নিজ আসন নিয়ে যখন বসে পড়লো ঘড়ির কাঁটা ঠিক ৫.৩০ মিনিট। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ছুটে চললো আমাদের গন্তব্যের স্থানে । গাড়ি চলছে তার নিজ গতিতে। আমরা যখন আমাদের নির্ধারিত স্থানে পৌছলাম তখন ঠিক সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট। আমাদের আজকের পার্টির বিশেষ আকর্ষণ ছিল ড্রেস কন্টেস্ট এবং বিজয়ীদের চমৎকার পুরস্কার। অনেক চায়নিজ এবং সিঙ্গাপুরিয়ান এ পোশাক পরিধান করে এসেছেন। বাংলার মাঠ থেকে এ পোশাক পরিধান করেছে মাত্র দু'জন, একজন হলো কবি দুলাল মাহমুদ, অন্যজন হলেন বন্ধু আফজাল। তারপর বিচারকের চোখে চায়নিজ ও সিঙ্গাপুরিয়ানদেরকে দূরে রেখে জয়ের প্রথম পুরস্কারটা ছিনিয়ে নেন কবি দুলাল মাহমুদ। আমরা করতালিতে তাকে উৎসাহিত করলাম। সত্যিই জীবনের এ প্রথম এমন ব্যতিক্রমধর্মী পার্টি উপভোগ করে মনে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হলো। তখন রাত প্রায় ১১টা। বিদায় ঘণ্টা বাজতে আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। শুরু হলো ভোজন পর্ব। ভোজন পর্ব শেষ হতে না হতেই শুরু হলো লাকি ড্র। সবাই কুপন পাবার সৌভাগ্য হলেও প্রাইজ সবার ভাগ্যে মিলেনি। তবুও জয়-পরাজয় আর এক গাল মিষ্টি হাসিতেই বিদায়ের ঘোষণা হলো এসিপি মেটাল ফিনিশিং লিঃ-এর ২০০৫ সালের ডিনার এন্ড ডান্স পার্টি। হোটেলের মেইন লবিতে কোম্পানির বাস অপেক্ষা করছে। রাত্রির দ্বিপ্রহরে আমরা বাসে চড়লাম নিজ বাসস্থানের উদ্দেশে।

Md. Shahalam shipon
ACP metal Finishing Pte ltd.
Singapore

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

info@shaptahik2000.com

ই | টা | লি

লজ্জা!

অনলাইনের কল্যাণে প্রতিদিন বাংলাদেশের সংবাদপত্র দেখে শিহরিত হই। আমরা দিন দিন কোথায় যাচ্ছি! কোথাকার কোন শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই, রাম সাম যদু মধু দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়? স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলিশ ভাষায় (বাংলা+ইংরেজি) আমাদেরকে প্রতিনিয়ত আশ্বস্ত করছে We can face it. কিন্তু তার কথার সত্যতা খুঁজে পাচ্ছি না। চুলে জেল মেখে ফ্যাশন সচেতন হয়ে প্রতিদিন টিভি পর্দায় হাজির হয়ে বাংলিশ ভাষায় একটার পর একটা আশ্বাসবাণী দিয়ে যাচ্ছেন। 'আমরা বোমাবাজদের সমূলে উচ্ছেদ করব'- এ জাতীয় কথা তাকে কৌতুকের পাত্র হিসেবে পরিচিত করছে বহির্বিশ্বে। তবে কি আমরা মনে করবো সরকারই জনগণকে নিয়ে খেলা করছে কোন এক অজানা ফলাফলের প্রত্যাশায়? গোলাম মোর্তোজার ঐ লেখাটা মনে পড়ে 'রাজনীতিবিদগণ সব পারেন। লজ্জা নামক শব্দটার সঙ্গে রাজনীতিবিদগণ পরিচিত নন।'

আমরা যারা প্রবাসে থাকি তারা কাজ করি দায়িত্ব সচেতন হয়ে। দেশের রেমিট্যান্স বাড়াই। বিনিময়ে দেশ আমাদের কী দিচ্ছে- এ কথা ভাবলে হতাশায় ভুগি। প্রতিবছর দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন, মুসলিম মৌলবাদী হায়েনাদের উৎপাত, অসভ্য রাজনীতিবিদদের ক্ষমতার লড়াই প্রতিনিয়ত আমাদেরকে কর্মস্থলে লজ্জিত করছে। বিদেশীরা যখন আমাদের প্রধান দুই নেত্রীর কাজের ঝি টাইপের খিঁচুনি দেখে, তখন আমাদের দিকে অবজ্ঞার চাহনির বিষ নিক্ষেপ করে, আমরা শুধুই লজ্জিত হই। এ ধরনেরই এক বিদেশী বন্ধু গত ক্রিসমাসের আগে আমাকে প্রশ্ন করে ক্রিসমাস উপলক্ষে আমি ঈশ্বরের কাছে কী চাই। আমি বললাম যে, আমি মুসলমান, ক্রিসমাস বিশ্বাস করি না। সে বলল, আমি বিশ্বাস করি। তোমার হয়ে আমি প্রার্থনা করবো। বাধ্য হয়ে তাকে বললাম- ঠিক আছে, তোমার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর যে বোমাবাজদের হাত থেকে যেন আমাদের দেশকে বাঁচায়, আর লজ্জাহীন রাজনীতিবিদগণকে যেন লজ্জা নামক শব্দটির সঙ্গে পরিচিত করে দেয়।

কাদের সিদ্দিকী অপু, ইটালি, siddiquiapu@yahoo.com

জা | র্মা | নি

অপারেশন হানজা

দুপুর বারোটার একটু উপরে হবে। পোল্যান্ডের গুডান্সকে তখন অপরূপ সোনালী আলো। আমাদের ৩৫ জনের বিশাল বহর। মার্কিন লিসা আমাদের কোর্স কো-অর্ডিনেটর আর অস্ট্রেলিয়ান ক্লেইরা টিচিং অ্যাসিসটেন্ট। পোল্যান্ড সরকারের আমন্ত্রণে আর 'প্লানিং ফর রিজিওনাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্সের আওতায় আমরা এখানে এসেছি। দীর্ঘ আঠারো ঘণ্টার জাহাজ ভ্রমণেও কাউকে এতোটুকু ক্লান্ত দেখাচ্ছে না। এখানে আমরা সবাই সুইডেনের রয়েল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজির ছাত্রছাত্রী।

সময় বাড়ছে। ইমিগ্রেশনের দীর্ঘ লাইনে আমরা সারিবদ্ধ। তখনও টের পাইনি, সামনের দুটো ঘণ্টা কেমন কাটবে? লাইনে আমার সামনে মারিয়া। আমি তার পেছনে। মারিয়ার দেহ থেকে ভেসে আসা উন্মাতাল পারফিউমের গন্ধে আমি তখন নিজেকে প্রায় হারিয়েই ফেলেছি।

'হ্যালো স্যার!' হঠাৎ চমকে তাকাতেই বুঝলাম মারিয়ার ইমিগ্রেশন ক্রস করা হয়ে গেছে। 'পাসপোর্ট প্লিজ!' বুঝলাম আমাকে আমার পাসপোর্ট দিতে বলা হচ্ছে। 'ওহ্ শিউর!' আমি পাসপোর্টটা এগিয়ে দিলাম সুন্দরী অল্প বয়স্কা পোলিশ ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্ট হাতে নিয়েই জানতে চাইলেন, বাংলাদেশ কোথায়। অতি সুন্দরী নারীর সঙ্গে আমার আলোচনা কখনোই সুখকর হয় না। এবারও ব্যতিক্রম হলো না। বললাম, 'তোমার কী ইন্ডিয়া সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে? এটা তার পাশে।' এ রূপসী তখন আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'এই পাসপোর্টটা কার?' কী ভয়ঙ্কর প্রশ্ন। এর চাইতে প্রশ্নমালা দুই-এর সাত নম্বর সরল অঙ্কটা অনেক সহজ। যাই হোক, খুব কুৎসিত উত্তর দেবার ইচ্ছেটা কোনো মতে সামলিয়ে বললাম, 'যেহেতু পাসপোর্টটা আমি বহন করছি, পাসপোর্টটা তো আমারই হওয়া উচিত, তাই না?'

লাইনে ঠিক আমার পেছনে জেসন। কর্নেল ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট জেসনও কিছুটা উদ্বিগ্ন আমার সঙ্গে পোলিশ তন্বীর আলাপচারিতায়। জেসন ইমিগ্রেশন ক্রস করলো ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে। পরবর্তীতে ইমিগ্রেশন ক্রস করলো পাকিস্তানের জাওয়েরিয়া, অস্ট্রেলিয়ার ক্লেইরা। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন হলো না প্যালেস্টাইনি স্থপতি স্যাম আর তাইওয়ানের ইউরোপীয় ইতিহাসের ছাত্রী শিয়া জু রং'র ক্ষেত্রে। শিয়া তো মহা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। এবং সঙ্গে যুক্ত হলো অপভ্রংশ গালি। নিখুঁত গালি। শুনলেই অভিজ্ঞতার ঝুলিতে প্রাপ্তি যুক্ত হয়ে যায়। আমাদের পুরো দলে মাত্র দুজন মহান ব্যক্তি ও মহিয়সী নারী আছেন। একজন ডেভিড এবং আরেকজন হলো শিয়া। হাঙ্গেরিয়ান মার্টনের থিউরি অনুযায়ী আলাস্কা থেকে আঙ্কারার সকল তরুণীরাই কানাডিয়ান ডেভিডকে চেনে। আর শিয়া আফ্রিকার হুতু আর তুতসীদের ভাষাও জানে। এমন মহীয়সী নারীর তো পোলিশদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। এদিক থেকে স্যাম অত্যন্ত স্থির। তবে স্যাম একবার ফিসফিস করে বললো, 'পোলিশরা বোধহয় টের পেয়ে গেছে আমি একজন প্যালেস্টাইনি সুইসাইড স্কোয়াডের সদস্য।' আমি একটু হাসলাম। 'তোমার তো তাও একটা যোগ্যতা আছে। কিন্তু আমার আবার কী হলো?' 'তুমি বোধহয় ওর শার্টের খোলা বোতামের দিকে লক্ষ্য করছিলে, ও তা টের পেয়ে গেছে।' আমি আবারো হাসলাম, অনেকটা স্বীকারোক্তি দেবার ভঙ্গিতে।

যাই হোক, দূর থেকে দেখলাম আমাদের টিম লিডার- কোর্স কো-অর্ডিনেটর লিসা ভ্যান ওয়েল আর ট্যুর ম্যানেজার টিচিং অ্যাসিসটেন্ট ক্লেইরা মুরে খুবই উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। এক এক করে আমাদের তিনজনের সমস্যা বেরুচ্ছে। তবে আমার সমস্যাটা পোলিশরা এখনো ধরতে পারছে না। কিন্তু বুঝতে পারছে কোনো একটা সমস্যা আছে। ইতিমধ্যে আড়াই স্লটিসের বিনিময়ে আমার হাতে শ্বেতশুভ্র আইসক্রিম উঠে এসেছে। তাইওয়ান আর প্যালেস্টাইনকে পোল্যান্ড স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, শিয়া ও স্যাম দু'জনেই স্টকহোম থেকে পোলিশ ভিসা নিয়ে তবেই এখানে এসেছে। আমরা তিনজন বন্দি ইমিগ্রেশন অফিসারের সামনে। শিয়া ছাড়া আমি আর স্যাম পোলিশ নারী সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। তবে আলোচনা 'বক্ষ' আর 'চক্ষু'-এর মাঝেই ঘুরপাক খাচ্ছে। অতপর...

আমাদের বাসটা ততক্ষণে ছুটে চলছে অপরূপা হোটেল হানজাকে লক্ষ্য করে। আমাদের অস্থায়ী আনন্দ-বেদনার কেন্দ্র। আপাতত বাকিটুকু স্মৃতিতেই লুকানো থাকুক।

সালেহ, ইউনি, কার্লসরুহী, জার্মানি
iym 2021@gmail.com

ল | ন্ড | ন

প্রবাসীরা শঙ্কিত...

'জঙ্গি মৌলবাদ বাংলাদেশকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে' ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মানবাধিকার গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান লর্ড এভারি ২০ ডিসেম্বর পূর্ব লন্ডনের এক রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের সভায় এই মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ক্রমাগত বোমা হামলা ও মৌলবাদীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রকারান্তরে প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ ক্রমশ অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং মৌলবাদীরা সুযোগ পেলে তালেবানি ধারায় দেশ পরিচালনা করবে। লর্ড এভারি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর মৌলবাদীদের সাম্প্রতিক আক্রমণের হুমকিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জঙ্গিবাদ নিরসনকল্পে বাংলাদেশ সরকারকে সমস্যার শিকড়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘের কাউন্টার টেরোরিজম কমিটির সহায়তাও তারা নিতে পারে। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আব্বাস ফয়েজ, জাতীয় সমন্বয় কমিটির সুলতান শরীফ, নোরা শরীফ ও শফিকুর রহমান চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, আহমদিয়া মুসলিম এসোসিয়েশনের এমএ হাদী ও ফিরোজ আলম, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সুজিত সেন এবং নির্মূল কমিটির আনসার আহমেদ উল্লাহ।

সুজিত সেন, লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র
sujit7@hotmail.com

সুখবর! সুখবর! ভর্তি চলছে
ঢাকা টোকিও জাপানিজ ল্যাংগুয়েজ একাডেমী
আপনি কি জাপানিজ ভাষা শিখতে চান? আপনি কি জাপানে student ভিসায় যেতে ইচ্ছুক?
আপনি কি জাপানে কর্মসংস্থান করতে ইচ্ছুক? আসুন তাহলে যোগাযোগ করুন।
Principal : Mr. Yamaguchi Kozo (Japanese) ঠিকানা ঃ হাউজ # ১৩/১, রোড # ১৩
কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭। ফোন ঃ ৯০০০১৪৫, মোবাইল ঃ ০১৭৫-০৩৯৪০০, ০১৭৫-৩১৭৬১৯